অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিগত দশক গুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে মৌলিক কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জিডিপিতে শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান অবদান আরোও বিস্তৃত হচ্ছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। তদুপরি দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন সরকার ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানসহ একাধিক আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির শিল্প খাত গত কয়েক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এবং ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.০৭ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৫টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৪.৪৫ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ২৩.৩৬ শতাংশ। সারণি ৮.১-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কুটির শিল্প (কটেজ)	৭২১২৭ (-)	৭৮৮২৯ (৯.২৯)	৮৪৭০০ (৭.৪৫)	৯৬৭০৪ (১৪.১৭)	১০০২৫৭ (৩.৬৭)	১১০৫৫৭ (১০.২৭)	১২৩৫৪৩ (১১.৭৫)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১২৯১০৮ (-)	১৪২১০২ (১০.০৬)	১৫৭৮৮২ (১১.১০)	১৭৪৬৩২ (১০.৬১)	১৭৯৩২৫ (২.৬৯)	২০৪২৪১ (১৩.৮৯)	২২৮১৬৪ (১১.৭১)
বৃহৎ শিল্প	২২১১৫২ (-)	২৩১৩৮৮ (১১.০৮)	২৫৭০১৬ (১২.৭৯)	২৮৯৮৮৫ (০.৪১)	২৯১০৭২ (১০.৬১)	৩২১৯৬৭ (১০.৬১)	৩৬৩৪১৬ (১২.৮৭)
মোট	৪২২৩৮৭ (-)	৪৫২৩১৯ (৭.০৯)	৪৯৯৫৯৮ (১০.৪৫)	৫৬১২২০ (১২.৩৩)	৫৭০৬৫৪ (১.৬৮)	৬৩৬৭৬৫ (১১.৫৯)	৭১৫১২৩ (১২.৩১)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬

শিল্পায়নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করেছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদেরকে শিল্পায়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশল (strategies) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রসারকে শিল্পায়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও কতিপয় সম্ভাবনাময় সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি সুবিধা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound work-plan) 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'-এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ২১৩.২২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসেবে দাঁড়ায় ৫৪৫.৭৯। সারণি ৮.২-এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ ঃ মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(২০০৫-০৬=১০০)

শিল্প	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৪২.৪৭	৩৯২.৮২	৩৯৮.৩৫	৪৫৬.৩৯	৫৪৫.৭৯
শতকরা পরিবর্তন	৯.২৪	১০.৭৪	১৩.৪৬	১১.২০	১৪.৯৭	১৪.৭০	১.৪১	১৪.৫৭	৬.৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

দেশের শিল্পায়নে গতি সঞ্চার, অর্থনীতির মূলধারায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকাশের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২১ সালেও অব্যাহত ছিল। এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত চলমান পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৮.১ এ দেয়া হলো।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি ২,১৫,৭৮৬.৩০ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৯,৩৯,১৩১টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৮৫,৪২৮.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৮৩,২৬৮টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬,৮০২.০৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলঃ

সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ২০২১ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭৩২.৯৯	১৬৭৯৭০.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৮৩৪৫৫.৬১	৮০৮৪৩.৩৪	৪২৫০৪.৬৮	২০৬৮০৩.৬৩	৮২৪৪.৪৬	৯০.২৫
২০২১*	২৫২৭৬০.৬৪	৮৭৯৩৪.৪৫	৮৩০০৭.২৯	৪৪৮৪৪.৫৬	২১৫৭৮৬.৩০	৮৮০১.৫৪	৮৫.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি পরিবর্তিত হয়েছে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পূর্বে বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী বছরের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি - মোট শ্রেণীকৃত ঋণ)ভিত্তিতে এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinace Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়নসহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৯টি তহবিল/প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ১,৯৬,৮১৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৫,৪০৮.১৭ কোটি টাকা পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিল/প্রকল্পসমূহ এসএমই খাতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	২৪০০.৯৯	৩৫৩১
২	স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতেপুনঃঅর্থায়ন স্কীম (ক+খ)	৫২০৫.৫২	৪৪০২৭
	ক. স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৪৮৪২.৬৭	৪১৫৮৯
	খ. স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম বর্ধিত-২০১৪	৩৬২.৮৫	২৪৩৮
৩	কটেজ,মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	১০৯.৭২	১৬৪৭
৪	ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৬১০.৫৩	৯০৩
৫	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১১৮৫.১৯	১৮৮৮
৬	জাইকা সহায়তাপুষ্টইউবিএসপি (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	৮৪.৮৭	৬
৭	কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৫৫৩৫.৪৯	১৪৩৭৮৯
৮	এসআরইইউপি (SREUP) (পূর্ব-অর্থায়ন)	১২৬.২৬	১৪
৯	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সিইসিআরএফবি প্রজেক্ট	১৪৯.৬০	১০১২
	সর্বমোট	**১৫৪০৮.১৭**	**১৯৬৮১৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)।

এসএমই খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোগসমূহকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার বর্তমানে চলমান ৯ শতাংশের বিপরীতে সরকার কর্তৃক ৫ শতাংশ সুদ ভর্তুকী প্রদান করা হবে যার ফলশ্রুতিতে, গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার দাঁড়াবে মাত্র ৪ শতাংশ।
- আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তারল্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Revolving Refinance Scheme) গঠণের পাশাপাশি কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিপরীতে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধকরণে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালু করেছে ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ৩টি তহবিলের আকার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সাথে তহবিল ৩টির সুদের হার হ্রাস করে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে EMI (Equal Monthly Installment) ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের সুযোগ রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঋণের প্রকৃতি, সময়কাল (০১ বছর) ও নির্ধারিত মঞ্জুরি সীমা অপরিবর্তিত রেখে কার্যকরী সুদের হার (Effective Interest Rate) কোনক্রমেই ৯ শতাংশের অধিক হবেনা এরূপ নির্দেশনা ব্যাংকসমূহকে প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জেলাভিত্তিক লিড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

এসএমইফাউন্ডেশন এসএমই-বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ দেশের এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, শিল্পনীতি-২০১৬, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং অন্যান্য নীতিমালা, কৌশলপত্র ও সরকারের নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংযোজনী ৮.২ এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**

  বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে নতুন ৩৬টি মাঝারি শিল্প, ১,২৬৯টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৭৬৬টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,৫৮৮.৯৩ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৫৫.০১ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৭০১.৩০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৭৩২.৬২ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩৭,৪৯৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান**

  সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫,৯৯৮টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,৬০৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭৬৯টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৭৯টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪১,২১৭.২০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৬০,৯৪৪.৯৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩,১৪৪.০৩ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের তথ্য সারণি ৮.৫ এ উপস্থাপিত হয়েছে :

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	৭৯টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	১১৬৩৬ টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা(ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)	১০৬০৭ টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)	৫৯৯৮ টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)	৪৪৭৬৯ টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	৯৫৮টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	৪১২১৭.২০ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	৮.২৫ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২০-২১ অর্থবছর)	৬০৯৪৪.৯৫ কোটি টাকা
১০	রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	৩৩১৪৪.০৩ কোটি টাকা

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৬: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থবছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০১২-১৩	১৭৪১১	৩৬০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮৮৯৭	৪২৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯৩৮০	৪৩৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-১৬	২০১৭৮	৪৫৮৭৯	৫.৬৩
২০১৬-১৭	২০১৭৮	৫৫২৬২	৫.৬৪
২০১৭-১৮	২৫৪১৮	৫৯১০৭	৫.৭৯
২০১৮-১৯	২৭৬৮৯	৫০৬৮২	৮.২৪
২০১৯-২০	৩৯২১৭	১৩৬৯৯৮	৮.২৫
২০২০-২১	৪১২১৭	৬০৯৪৪.৯৫	৮.২৫
২০২১-২২	৪১২১৭	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

- **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

  ২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অন্যান্য প্রকল্প এবং ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ১৬,৫৫৩ জন এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'২২ পর্যন্ত ১০,৩০৩ জনকে উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- **বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম**

  দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির মাধ্যমে বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় শুরু হতে (২০১৫-১৬) ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১০,১৮০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১২৮.১৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তায় প্রণোদনা প্যাকেজঃ**

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০,০০০ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের প্রথম পর্যায়ের আওতায় ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে মোট ৯৬,১৪৬ জন উদ্যোক্তাদের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ১৫,০৭৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের ৭৫.৪০ শতাংশ। এছাড়া, সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় ১ জুলাই ২০২১ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে ৪৩,৮৪৯ জন ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ইউনিটের মাঝে মোট ৬৮৪২.১৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের ৩৪.৪১ শতাংশ।

- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

  উল্লিখিত কর্মকান্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.৭ ঃ বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ

ক্র:	সহায়তার ক্ষেত্র		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	মাঝারি শিল্প	-	-	-	-	১৪	১৪	২১	৪৩	৬২
		ক্ষুদ্র শিল্প	৬০৪	২৫১	৬৪৭	৮৬৯	৬৪৭	৬১৭	৬২৫	১৯১২	১২৭০
		কুটির শিল্প	১৩৬৩	৪৯৪	১৩২৯	২০৪১	১৮৩৮	১৭০৬	১৬১৯	৫৪০৪	৩৫৪৮
০২	নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ		২৪০৯	২৪০৯	২৩২৬	২৪৪৮	২৮৩৩	২৯৩৯	২৭৮৩	৩৫৭১	১৮৯০
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৪২১	৪২২	৪৭৬	৪৮৬	৫০৪	৫৬৫	৪৬১	৫২০	৩৩৩
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৩৮১	৪১১	৩৯৬	৪২৩	৪৩৬	৪১৬	৩৮৭	৪২৩	২১৭
৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন		৪৩	৬০	৬১	৬১	৬০	৫৩	৬৩	৬৬	৪৮
০৬	মেলা আয়োজন		১২	১১	১৪	১৮	১৮	১৫	১৪	২১	৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়.*(ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র অধীনে ১০টি চালু শিল্প কারখানা রয়েছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৫,৫১,০৯৭ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৪৬,৭৮৮ মেট্রিক টন টিএসপি, ৫৯,২৯০ মেট্রিক টন ডিএপি সার, ১,৭৮৯.০১ মেট্রিক টন কাগজ, ১০২.৮০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ৬১৩.৪৫ মেট্রিক টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৫৪৭.০১ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর, ১০৩.৩৩ মেট্রিক টন রিফ্র্যাক্টরীজ এবং ৮.৭৭ লক্ষ বর্গমিটার গ্লাস শীট উৎপাদিত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১০টি কারখানায় ২,১৪৭.৮১ কোটি টাকার উৎপাদন

লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৬৬৮.৮১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩১.১৪ শতাংশ। একইসময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৮৭২.৬৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪০.৬৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ৭৪.৩৫ কোটি টাকা।

বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহঃ

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.
২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.
৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.
৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লি.
৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.
৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.
৭। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.
৮। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ
৯। উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী লি.
১০।বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লি.

বিসিআইসি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ
২। স্যানোফি বাংলাদেশ লিঃ
৩। বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিঃ বাংলাদেশ
৪। নোভার্টিস বাংলাদেশ লিঃ
৫। সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ
৬। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ
৭। ঢাকা ম্যাট ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ
৮। বাল্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ
৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ
১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ

সারণিঃ ৮.৮: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৭১১৬	৯০	১৩১৪৭০৩
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৩১০৫৭
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮০৯৬৪
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৮
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০	৯০০০০০	৭৯৬৫৯৮	৮৯	২৬৫০০০০	২৫০৯৭২৬	৯৪.৭১	১৬৯৯৭৬৪
২০২০-২১	১১৬০০০০	১০৩৩৯১৩	৮৯	২৫৫০০০০	২৪৬৩৪১৯	৯৬.৬০	১৩০৭৭২৭
২০২১-২২*	১২২০০০০	৫৫১০৯৭	৪৫	২৬৬৯৭০০	২১৪৮১৬৭	৯৭.১১	১৪০৩০০০

উৎসঃ বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চিনিকলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০,০০০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪,৫০৯.৭৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিস্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫২.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৬.২৩ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিস্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। ১৫,০০০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪,৪৭০.০০ লিটার উৎপাদিত হয়েছে, জৈব সার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২,২০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ৭৮৭.০০ মেট্রিক টন জৈবসার

উৎপাদিত হয়েছে এবং ভিনেগার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২২,০০০ এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১২,৯০০ লিটার ভিনেগার উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্য বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬৬০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৬,৪৬৯ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

এছাড়া, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে a2i এর সহায়তায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর অধীন চিনিকলসমূহে ই-পুঁজি, অনলাইন পুঁজি, ই-গেজেট, ই-পেমেন্ট কার্যক্রম সহলভাবে চলমান। মাড়াই মৌসুমে বিএসেফাইসি'র মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং এর লক্ষ্যে সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম এর কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, ওয়েবসাইট, মোবাইল এপস, ফেসবুকের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি, ই-ফাইলিং কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ কর্পোরেশননের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে।

বিএসইসি'র উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১১৬.১৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনরত প্রতিষ্ঠানসমূহে ৮২০.১৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে ২০৮.৮০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৯৬৬.৬৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায়িক মন্দাভাব থাকায় সার্বিকভাবে বিএসইসি ৪.৬১ কোটি টাকা (করপূর্ব) মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জুলাই ২০২১-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৭০.২৮ কোটি। ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৫.৪৩ কোটি টাকা। সারণি ৮.৯ -এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.১০-এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৯ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
মুনাফা	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	১০২.৮৭	১০৪.৫৯	৮৫.৮১	৩৩.৭৬	৬.৩৯
লোকসান	(৯.৩০)	(১২.৯৬)	(৯.১৯)	(১৯.৬০)	(২৩.৯১)	(৩৬.৬৯)	-৩১.৬৬	-২৯.১৫	-১৭.২৬
নীটলাভ/(লোকসান)	৮৯.৫৭	৮৬.২২	৮৬.২২	৭৭.০৮	৭৮.৯৬	৬৭.৯	৫৪.১৫	৪.৬১	(১০.৮৭)

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সারণিঃ ৮.১০ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কর ও শুল্ক	২৫৬.৯৮	৩৩০.০৬	২৫৬.২৪	২৩৯.৬১	৩৫৯.৪	৬১৪.২৬	৩০৯.০০	১৪৪.৫২	৪০.১৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা অর্জনকারী- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প ও রাবার দুটি সেক্টরে বিভক্ত।

ক. শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের আওতায় ৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। অপর ৫টি ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। শিল্প সেক্টর ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৭.৫০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

খ. রাবার সেক্টর

বিএফআইডিসি'তে ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৩,১২৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভুমিক্ষয় রোধ ও ভাঙ্গন রোধ সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৩৪ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানি করে ১০.৭৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বিগত ১০ বছরে বিএফআইডিসি ২০,৩১৪ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানী করে যা হতে ২৪৭.৯৩ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। রাবার উৎপাদনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএফআইডিসি প্রাইভেট সেক্টরে রাবার চাষ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হাল্কা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাস্কেট, অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ তে গত ১০ বছরে বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ৮.১১ গত ১০ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	জমার খাত	অর্থবছর									
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১*
১.	ভ্যাট	১৮১২.৫৯	১৭৮৩.৬৬	৭৭০.৯৪	৬৩৩.৪৯	৫২৮.১৫	৭১৬.০০	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭০	১৮৯৮.২৫
২.	বিক্রয় কর	৪৭৩.৪৫	৪৪২.০৩	১৮০.৩০	৩৩.২১	৫৬.৭৭	৪৭.৪৯	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৫	১০.৭৪
৩.	আয়কর (বেতন)	০.৮২	-	০.১১	-	-	-	৫.৯৫	৮.৯২	১০.৮৯	৭.৭০
৪.	রয়ালটি	৬৪.৮৫	১৫০.০০	৪২.৮৪	৪৬.১৫	-	-	-	-	১৩৮.৯৩	-
৫.	আয়কর (কর্পোরেশন)	৪১৬৬.২৮	৪৩১২.৫৫	৩৯৬৬.৫৬	১৫৬৪.৪৭	১১১৭.৬৮	৩১৫.০০	৯৪.০০	২৭০.০০	৫২২.৮৪	-
৬.	অন্যান্য ট্যাক্স	১৮৪.৯৬	১৫০.০০	৩০৫.০২	১৩৬.৬৬	২৩৩.২২	৪৪১.৪০	১২৩.০৭	৩০০.০০	-	৮৫৫.২৬
৭.	লভ্যাংশ	১০০.০০	১৮৪.৬২	-	২৫.০০	-	-	-	-	-	-
উপমোট		৬৮০৮.৯৫	৭০২২.৬৮	৫২৬৫.৭৭	২৪৩৮.৯৮	১৯৩৫.৮২	১৬৪৯.৮৯	১২৬৫.৭০	১৪০৮.৪৪	-	-
৮.	ডিএসএল (মূলঋণ)	পরিশোধ	পরিশোধ	-	-			-	-	-	-
সর্বমোট		**৬৮০৮.৯৫**	**৭০২২.৬৮**	**৫২৬৫.৭৭**	**২৪৩৮.৯৮**	**১৯৩৫.৮২**	**১৬৪৯.৮৯**	**১২৬৫.৭০**	**১৪০৮.৪৪**	**১৭২৫.১১**	**১৭৭২.৫৬**

উৎসঃ বস্ত্র খাত।

বস্ত্র খাত

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে তৈরি পোষাক রপ্তানি করে মোট ৩১.৪৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সময়ে মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদনের পরিমান ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। বিটিএমসি'র নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমান ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৮৪.৬৩ কোটি টাকা। বর্তমানেও বিটিএমসির ভাড়া পদ্ধতিতে চালু মিলসমূহে উৎপাদিত সূতা

স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণে স্বল্প পরিসরে হলেও ভুমিকা রাখছে।

বর্তমানে বিটিএমসি'র ২৫টি মিলের মধ্যে ২টি মিল বিদ্যমান পুরাতন মেশিনারিজ দ্বারা ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ১টি মিল এর জমিতে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২টি মিল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় পরিচালনার নিমিত্তে প্রাইভেট পার্টনারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তীতে ২য় পর্যায়ে ৪টি মিল এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সূতা উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.১২ দেয়া হলো:

সারণি ৮.১২ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিতক্ষমতা (সংখ্যা)	স্থাপিতক্ষমতারব্যবহার (%)	উৎপাদন (লক্ষ কেজি)
	টাকু	টাকু	সুতা
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮*	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জভিত্তিক সুতা উৎপাদন দেখনো হলো।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারক। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি এবং বছরে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকা। বিগত ১০ বছরে তাঁতবস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ প্রায় ৯.১৪ কোটি মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচি দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৪,৯৮১ জন তাঁতিকে ৬৭,৫৯৯টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৭৮১৫.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঐতিহ্যবাহী মসলিনের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও ঢাকাই মসলিন কাপড় পুনরদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকাই মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য ও প্রশসংনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটিকে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০২১ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে রেশম চাষকে **"আমার বাড়ি আমার খামার"** প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ এর অধিক জনগোষ্ঠী রেশম শিল্পের সাথে জড়িত যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁতপাতা পর্যাপ্ত পরমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে চার বারের অধিক এমনকি ১২ বার পর্যন্তও রেশম চাষ করা সম্ভব। দেশের দরিদ্র তুঁতচাষী ও পলুপালনকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ১৭৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৭৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯৮.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প চালু রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ২৫,০০০ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতিবছর ৩০ মেট্রিক টন সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি ও ক্ষুদ্রঋন প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.১৩ ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	৯৮.০০	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	৫৬.০০	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১৪৬.০০	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭	৪.৩৯	১৩০.০০	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৯-২০	৪.৫১	২০০.০২	১.০৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০২০-২১	৪.০০	১৪৫.০০	০.৫৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০২১-২২ *	২.০৪	৬৮.১৯	০.৩০	বিতরণঃ ২৩১.৩০(ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। *জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিল্ক রিলিং প্রযুক্তিসহ উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত ও উচ্চ ফলনশীল আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন'২২ সময়ের মধ্যে জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল তুঁতজাতের সংখ্যা ১৬টি এবং উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ৪৯টি। তুঁত ও রেশমকীটের জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮৪টি তুঁতজাত এবং ১১৪টি রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ মেট্রিক টন এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টনে এবং প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজির স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ১০-১২ কেজি রেশমগুটির স্থলে এখন ৮-৯ কেজি রেশমগুটি হতে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৫০ জন জনবলকে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

পাটখাত পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০২০ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলের শ্রমিক অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪,৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০,৩৪৩ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবে মোট পাওনার ৫০ শতাংশ হিসেবে ১৫৯৫.৪২ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ব্যাংকের মাধ্যমে মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে পরিশোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত মৌলনীতি ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইজারা বা লিজ পদ্ধতিতে উৎপাদন বন্ধ ঘোষিত বিজেএমসি'র মিলসমূহ আধুনিকায়ন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৭টি মিল লিজ প্রদানের জন্য EOI আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে ২টি মিল ইজারা বা লিজ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট মিলসমূহ ইজারা বা লিজ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাট কলসমুহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ৪৮০ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৫৯,৪৫০ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ৪০,৭১০ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৩১০.১৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ও ৩০০.৪৬ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। উচ্চমূল্য সংযোজিত করে উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ীকরণে জেডিপিসি'র গুরুত্ব অপরিসীম। জেডিপিসি'র মূখ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বহুমুখী পাট শিল্পে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন।
- জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট উপযোগী ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণার জন্য Research and Development Institution এর গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ন করে তা বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বহুমুখী পাট পণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা/উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন।
- উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভমূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- উদ্যোক্তাদের জন্য নিত্যনতুন ডিজাইন উন্নয়ন।

পাট অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ৮৪.১৩ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৮.৩৭ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ১০৪৮.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে ৯৩.১৮ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৮.১০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২২ মাস পর্যন্ত কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৪১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ

আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। এছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে। প্রাথমিকভাবে ১৬০টি শিল্প প্লট বরাদ্দ উপযোগী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫৪টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা মধ্যে ১২৩টি শিল্প প্লট সাময়িক ও ৩১টি শিল্প প্লট চুড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৫০টি শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া গাইবান্ধা জেলার রংপুর সুগার মিলস্ এর ৪৫০ একর জায়গায় ১টি, যশোরে ১টি এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় ১টি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫৪টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯২টি, মোংলা ইপিজেডে ৩১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৬টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৪টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৩১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৯২.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির ১৭.১৪ শতাংশ ইপিজেড হতে রপ্তানি হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮০,১৪০ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৪ এ দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং সারণি ৮.১৫-এ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১৬-এ ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ক্রমিক	ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানী (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
		উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
১.	চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৫৪	১২	১৯০৭.৮৪	৩৬৯৮৯.৬৭	১৭০২৪৭
২.	ঢাকা ইপিজেড	৯২	৭	১৬৪৮.৮৪	৩১৬৪৫.২৯	৭৪৩৭৪
৩.	আদমজী ইপিজেড	৪৭	১৪	৬৩৪.৬৩	৬৪৫২.৪২	৫৭৭০৫
৪.	কুমিল্লা ইপিজেড	৪৬	৯	৪৯১.৮৩	৪৪০৯.৭৮	৪৪২৫৫
৫.	কর্ণফুলী ইপিজেড	৪০	৫	৬৬৪.৬৬	৮৬৬০.৫১	৭৭৮৭৯
৬.	ঈশ্বরদী ইপিজেড	২০	১৭	১৯০.৮৯	১২২৪.১২	১৪৯৪৮
৭.	মোংলা ইপিজেড	৩১	৮	১০০.১৯	৯০২.১৪	৮৩৭৩
৮.	উত্তরা ইপিজেড	২৪	৫	২১৯.১৪	১৭৬৮.০৩	৩২৩৫৯
	মোট	**৪৫৪**	**৭৭**	**৫৮৫৮.০২**	**৯২০৫১.৯৬**	**৪৮০১৪০**

উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৫:ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১৩৮	২৪৬১.০৮	৩১২৩৪১
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৮৯	৭৬৩.৪১	১৬৬১৫
৩.	টেক্সটাইল	৩৩	৭৫০.৬৪	২২৭৮৮
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	২৪	৩২৬.৮৭	১৫০৪১
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৪	৩২৯.৬৭	৩৭০৪৮
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৯	১৭৪.৮৭	৩৮৫৬
৭.	তাবু	১৪	১৬৮.৮৮	২০৭৭৩
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	১০০.২৭	৪৬১১
৯.	সেবা খাত	১০	৫৬.১১	১০৮৯
১০.	ধাতব শিল্প	৯	৪২.৫৫	১৩৩৮
১১.	টেরি টাওয়েল	৮	২৮.৯৬	২২৬০
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৫	৪.১০	৭
১৩.	কেমিক্যাল শিল্প	৫	১৪.২৩	১০৭
১৪.	টুপি	৫	৭১.২৮	৭২৭৫
১৫.	পাটজাত দ্রব্য	৫	৩৩.৬০	৯১৭
১৬.	লাগেজ/ব্যাগ	৫	১৫.৯১	৪৬৩০
১৭.	আসবাবপত্র	২	৩৩.৭৫	১৬৬৯
১৮.	মোড়ক সামগ্রী	৩	৫.০৮	১৪৪
১৯.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১৩৯.১৯	১৮৮
২০.	খেলনা	২	৫৭.৭৪	৪৬৫৮
২১.	সুতা	২	১১.৪৩	২৭০
২২.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪৩.৮১	১২৮৪
২৩.	বিবিধ	৩৫	২২৪.৬১	২২২৩১
	সর্বমোট	**৪৫৪**	**৫৮৫৮.০২**	**৪৮০১৪০**

উৎসঃ বেপজা,ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৬: ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৭০.৭২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৮৮.৫০	৮০.২৬	৪৩.১৩
	রপ্তানী	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯	২০৯১.৩	২২০০.৩	২২০৬.৩১	১৮১৪.৫৬	১৬৫৯.৮২	১১৮৮.৯৪
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১০০.৭১	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৫৩.৩৭	৮৮.৫৩	৪৭.২৪
	রপ্তানী	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২,৪১৯.৭১	২২৫৪.১৬	২৪৪২.২০	২৩৯১.৬৯	২০৯২.৪৪	২১১৯.৪৬	১৪৬৬.৯০
মোংলা	বিনিয়োগ	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৪	১৬.১৫	৩.৭৪	১১.১৬
	রপ্তানী	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৫৭	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৯১.৮৬	৯৩.৬৫	৮৯.৭৭
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	৩৮.৪৩	৬১.০২	৪৫.৭৯
	রপ্তানী	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৪৬৪.৪০	৫৬৫.৮৬	৪৬১.৫২
উত্তরা	বিনিয়োগ	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	১৪.০১	১২.৫৬	২.৫৫
	রপ্তানী	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	২৩০.৯৪	২৩৭.২১	১৯৮.৬১
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৭.৮৫	১২.৪৪	২৫.৬৫
	রপ্তানী	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	১২৫.৪৬	১৫৯.৭২	১০৬.০২
আদমজী	বিনিয়োগ	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	৩১.৭৩	৪৫.২৫	৩৫.৭৩
	রপ্তানী	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৬৪৪	৭৬২.০৬	৮২৬.৪০	৭৪১.৮৩	৭০৪.৮৬	৫২২.০৫
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২৫.৬১	৩৬.৯৭	১৬.১৫
	রপ্তানী	**৩৭৯.৬১**	**৫২৬.৮৫**	**৭০৯.৭৪**	**৮২৩.২৮**	**৮৫৩.০৮**	**৯৭৬.৮৫**	**১০৭৫.৫২**	**৯২৭.৬২**	**১০৯৬.৪৯**	**৮০২.৪৫**

উৎসঃ বেপজা, * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

এ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন,

কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে। দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, আইটি কেবল, পিপিই পণ্য, ফেস মাক্স, আইসোলেশন গাউন, চশমা, খেলনা, গার্মেন্টস, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, ওয়েডিং গাউন, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পূরণের পর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। ইপিজেডস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের বাইরের এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকিকরার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ইপিজেডের শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিষ্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম, ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Meeting System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Metal Archway, Automated Access Control Gate ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে ইপিজেডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি আদেশ অভাবে রুগ্ন হয়ে যাওয়া রোধকল্পে অধিক রপ্তানি আদেশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আদেশ নেই সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে পিপিই, আইসোলেশন গাউন ও মাস্ক এর প্রচুর চাহিদা থাকার কারণে রপ্তানি আদেশপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিজেডের শিল্প কারখানাসমূহকে বিদ্যমান রপ্তানি পণ্যের তালিকায় পিপিই, আইসোলেশন গাউন ও মাস্ক ইত্যাদি সংযোজনের অনুমতি জরুরি ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এছাড়া, করোনা পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ প্রবাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিনিয়োগকারী লিজ চুক্তির মূলকপি ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীর দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে জার্মানিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে জার্মান কোম্পানি UBF Bridal Limited এবং চীনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে SunA Oral care Products Co. Limited এর সাথে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অন্যতম। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ০৭ মাসে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ছিল এক ৯১.৫৮ মার্কিন ডলার ও প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ২১,৯০২ জন।

অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের

চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.১৭ এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৭ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭
২০১৭	৩১৯২.৪৬	৩.৮৬	৩১৯৬.৩২	১৪৫
২০১৮	৩৫০৮.১৭	৬.১২	৩৫১৪.২৮	১৪৬
২০১৯	৪০৬৭.৯৫	২২.১৪	৪০৯০.০৯	১৪৭
২০২০	৪০৬৯.২৮	৮৬.১৯	৪১৫৫.৪৭	১৫১
২০২১	৬৫৪৮.৩০	১৬০.৭৭	৬৭০৯.০৭	১৫৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

শিল্পঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৫ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.১৮: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০	৩১২১৩৪.০১	৭৪২৫৭.০২	৩৮৬৩৯১.০৩	২৫৬৬০৫.৭৭	৬৯৭২৩.৮৯	৩২৬৩২৯.৬৬
২০২০-২১	৩২৪৮২৬.১১	৬৮৭৬৫.২৬	৩৯৩৫৯১.৩৭	২৮৫৪৭৭.৮০	৫৮৪৮৮.৭০	৩৪৩৯৬৬.৫০
২০২১-২২*	১৯৭৮৫৫.১৭	৩৩৬০৬.৮২	২৩১৪৬১.৯৯	১৫৩১৫৩.০৪	৩১৪৫৬.৮৯	১৮৪৬০৯.৯৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) এর বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কিছুটা কমেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পুনরায় শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ

বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,৩১,৪৬১.৯৯ কোটি টাকা ও ১,৮৪,৬০৯.৯৩ কোটি টাকা। বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই নিম্নোক্ত মূল দায়িত্বসমূহ পালন করছে:

- পণ্য ও সেবার জাতীয় মান প্রণয়ন ও প্রকাশ।
- ওজন ও পরিমাপকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় মান সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক একক (SI) এর সাথে সুক্ষ্মতার ধারাবাহিকতা স্থাপন।
- শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সরেজমিনে কারখানা পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ।
- নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্স অনুমোদন, নবায়ন, না-মঞ্জুর, বাতিল অথবা স্থগিত করা।
- বিডিএস অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিল্যান্স টিমের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চলমান উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

- বিএসটিআইতে National Metrology Laboratory (NML) স্থাপন ও এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।
- রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগসহ ৩টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কক্সবাজার) বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ফরিদপুর কার্যালয় ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- JDCF এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাবরেটরি ভবন প্রতিষ্ঠা।
- স্বর্ণ ও খাদ্যপণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপন।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরন।
- বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক তালিকায় আরও ৪৮টি পণ্য যুক্ত হওয়ার ফলে মোট ২২৯টি পণ্যকে বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতাভুক্ত হয়েছে। এসব পণ্যের বিক্রয়, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে বিএসটিআই হতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য স্বর্ণ পরীক্ষণ কার্যক্রম চালুকরন।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ২০০৩ খ্রিঃ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মেধা সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়োনের ভূমিকা জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন নতুন মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও তা বিপননের লক্ষ্যে ডিপিডিটিতে TISC (Technology and Innovation Support Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিজিটাইজেশন ও সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে ডিপিডিটিতে আইপাস ,ইডিএমএস, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইন ফাইলিং চালু হয়েছে।

মেধাসম্পদের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শতবর্ষী পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন শেষে বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ মহান জাতীয় সংসদে পাশের অপেক্ষায় এবং বাংলাদেশ শিল্পনকশা- আইন , ২০২২ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য অপেক্ষমান। জুলাই ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মোট আবেদন প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ৩০১টি, ১,০৭৭টি, ১১,৬৫৬টি ও ২টি এবং এই একইসময়ে নিস্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ১৭৭টি, ১,০৯৩টি, ১০,৩১৪টি এবং ২টি। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (জুলাই ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১৭.১৪ কোটি টাকা। যা ২০২০-২০২১ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে একইসময়ে ছিল যথাক্রমে ১২.০৫ ও ১১.০৯ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মানসম্মত বয়লার নির্মাণ, আমদানি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বয়লার আইন ও বিধি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নমানের বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চাতালে ব্যবহার উপযোগী বয়লারের ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনলাইনে বয়লার নিবন্ধন ও নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ই-নথির মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার চালনার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানোসহ বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৯৩টি বয়লার রেজিস্ট্রেশন, স্থানীয়ভাবে তৈরীকৃত ৯০টি বয়লারের নির্মাণ সনদ এবং ১৫১ জন প্রার্থীকে বয়লার পরিচালক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৪.৩০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৯৫টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে। বিএবি ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043) এর উপর ২৮টি আসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩৯টি কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মানব অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএবি গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রায় ১.১৪ কোটি টাকা আয় করেছে। বিএবির কর্মপরিধি বিস্তৃতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিএবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বিটাক শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরিসহ গবেষণার মাধ্যমে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করার মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। সমাজের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবক ও নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। বিটাক শিল্প কারখানা সমূহে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশার উপর বাজার প্রতিক্রীয়াশীল প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ লোকবল সরবরাহ করে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিটাকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাকের পাঁচটি কেন্দ্র রয়েছে।

বিটাক দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মোট ২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ২৮টি ট্রেড ছাড়াও উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটাক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা মেশিন অপারেশনের উপর স্বল্প মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/ সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত বাস্তয়ায়ন করছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও'র সেমিনার কক্ষে মোট ২২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ৬৯০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৮টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এতে ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ০২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। কারখানা পর্যায়ে ০৪টি Consultancy সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১,০৯০,০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ এবং উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদন তৈরির জন্য ৪৮টি প্রতিষ্ঠান হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও'র সহযোগিতায় টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (টিইএস) সেবা প্রদান করা হয় ০৪টি প্রতিষ্ঠানে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুনগতমান, প্রতিযোগীতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 তৈরি করা হয়েছে। যেখানে আগামী দশ বছরের উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ৫.৬ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে ৫টি লক্ষ্যের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ও সক্রিয় উদ্যোগ, উচ্চ মূল্য সংযোজনকৃত পণ্য ও সেবা উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক পণ্য ও দক্ষ সেবার রপ্তানী বৃদ্ধি এবং ব্যবসা পরিচালনা ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপান এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮ শতাংশ। আগামী ২০৪১ সালের প্লান অনুযায়ী দেশব্যাপি ৪৭টি সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ৫.৬ শতাংশ উন্নীত করা হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শসেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বিআইএম ৭৫,৫৬৪-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭০টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৫৯৫ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, পর্যন্ত ৫১টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,০৮৯ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০ সেশনে ৫৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং চলমান ২০২১ সেশনে ৫১১ জন এবং ২০২২ সেশনে ৫৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্তকোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে অনুরোধকৃত কোর্স এবং পরামর্শ সেবা কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বিআইএম এ Online based Digital Transformation in Government offices, Data Analytics and Data Driven Decision Making, Digital Office Solution with Google Tools শীষক ৩টি নতুন প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতাধীন BdREN (Bangladesh Research and Education Network) এর সহযোগিতায় Zoom-এর মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং পিজিডি কোর্সের ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা, টার্ম পেপার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংযোজনী

সংযোজনী: ৮.১
এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেসমূহ

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বব্যবহৃত বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক ঋণ ও অগ্রিমসমূহের নীট স্থিতি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার প্রবর্তন করা হয়েছে। একইসাথে, এসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে মোট এসএমই ঋণের ৫০ শতাংশ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১ হতে ৫ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ থেকে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখা অফিসসমূহে এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই মনিটরিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।
- নতুন উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা কেস টু কেস হিসেবে এবং জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই খাতে ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন ক্লাস্টার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের এবং প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur Dedicated Desk' স্থাপন করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।সম্ভব হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত ডেস্কে একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রজেক্ট পদ্ধতি, ঋণ আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করতে পারেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ সহায়ক জামানত ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে লোকাল সাপোর্ট টু ইনিশিয়েটিভ (এলএফই) শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ইউনিটটি ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে 'ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম' চালু করেছে এবং স্কীমটির বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য 'Manual of Credit Guarantee Scheme' জারি করেছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক বছর অন্তত ০১ জনকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'Skill for Employment Investment Program (SEIP)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ট্র্যাঞ্চ-১ এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১১,৪৮৪ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১,২৪৬ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে যার মধ্যে ২,৩১০ জন এসএমই খাতে উদ্যোক্তা হয়েছেন ও ৬,১৪৯ জনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে।

সংযোজনী

সংযোজনী: ৮.২

এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৭৫টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কর্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্লাস্টার উন্নয়নের কার্যক্রম হিসেবে এ পর্যন্ত ৩৫টি ক্লাস্টারে চাহিদার ভিত্তিতে ৯৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১,১৫৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৯,৪৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন নারী। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র এসএমই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের ৩, ১০৬ জন উদ্যোক্তার মধ্যে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ২,১৮৬ জন এসএমই উদ্যোক্তার (৫২৪ জন নারী) মধ্যে মোট ১২১.৯১ কোটি টাকা সিঙ্গেল ডিজিট সুদহারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণে উদ্যোগী হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি এসএমই ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ৪১৭টি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭১টি প্রস্তাবনা আংশিক/সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৪,৪০০ জন উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৩০০টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ৯,১৫০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশব্যাপী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৫,১০০ নারী উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছে।
- 'নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ৮টি এসএমই খাতের (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সফটওয়্যার এবং ফার্নিচার খাত) ওপর গবেষণা পরিচালনা করেছে। এসএমই ক্লাস্টার ম্যাপিং, জার্মানির এসএমই উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের এসএমই উন্নয়ন বিষয়ক প্রকাশনা সহ বাংলাদেশের নারী এসএমই উদ্যোক্তা বিষয়ে গবেষণা; ৭,০০০ নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য সম্বলিত এসএমই উইমেন ডিরেক্টরি; ব্যবসায় নির্দেশিকা (বিজনেস ম্যানুয়াল), ৩টি খাতের (পাট, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল) প্রোডাক্ট ডিরেক্টরি; এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ৩৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২৫ জন নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ৩৮ জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশীয় পণ্য নিয়ে ঢাকায় ০৯টি জাতীয় এসএমই মেলা, জেলা পর্যায়ে ৮৪টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৬,৭৩৬ জন এসএমই উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ৭৫ কোটি টাকার বিক্রয়

এবং ৮৮ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও ১৪৯ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পণ্য মেলায় (জার্মানি, চীন, জাপান ও ভারত) তাঁদের উৎপাদিত পণ্যসহ অংশগ্রহণে সহযোগিতা করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের প্রস্তুতকারক ও শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বিলুপ্তি রোধকরণ এবং সর্বোপরি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকায় ০৪টি হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছে।
- অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নতুন ব্যবসা তৈরি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, ব্যবসায়িক তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে ৭,৩০০ জন উদ্যোক্তা/সম্ভবনাময় উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ১৯০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্মসূচিসমূহে ১৩,২০০জন এসএমই উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে।
- বহিঃবিশ্বে দেশের এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে এসএমই খাতের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ডি-৮ভুক্ত দেশসমূহের সাথে ১টি বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশিক্ষণ সমূহের নিবন্ধনের জন্য ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল সার্ভিস ২০১৩ সাল হতে চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ বিষয়ক এই ডিজিটাল সার্ভিস মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১৬,০০০ জন সেবা গ্রহণ করেছে।